



### কোডিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	দশমিনা		
২। জেলাঃ	পটুয়াখালী		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৪৫	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৮
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৮,৮৭৮	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৬৬৫
৭। কোডিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ	১২/০৯/২০২১		
৮। ডিপিই'র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	হৈ		
৯। জনবহুল স্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?	হৈ		
১০। কোডিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	০৮		
১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ			
১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ	আল মামুন		
১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ	ueodas@gmail.com		
১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ	০১৭৩২০৩০৩০২		

কোডিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দিশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

#### ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	(১৪৫)
২.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপট (যোমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে;</li> <li>বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে;</li> <li>শারীরিক দূরত বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;</li> </ul>
৩.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের	(১৪৫)



ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এবন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ফ্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে;</li> <li>• প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগতের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবকেকে সরবারাহ করা হয়েছে;</li> <li>• স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;</li> </ul>
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ কর্ণনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• কোভিড-১৯ এ কর্ণনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে;</li> <li>• সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণঃ শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন;</li> <li>• সভার সংখ্যাঃ</li> <li>• সভার বা যোগাযোগের মাধ্যমঃ ফেইস্টুফেইস, গুগল মিট, জুম মিটিং, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি</li> </ul>
৬.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ ( বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বরাদ্দকৃত অর্থঃ</li> <li>• অর্থের উৎসঃ রাজস্ব ও পিইডিপি-৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর</li> </ul>

## খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	( ১৪০ )
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	( ০৮ )
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপগত (যেমন- সারিবিভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝ পরা নিশ্চিত করা হয়েছে;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• সারিবিভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে;</li> <li>• প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে;</li> <li>• শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝ পরা নিশ্চিত করা হয়েছে;</li> <li>• কেউ অসুস্থ হলে তৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।</li> </ul>



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
	পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা (ইত্যাদি)	
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>শিফটভিত্তিক রেভেড শ্রেণি বুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;</li> <li>শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;</li> <li>স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে</li> </ul>
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; হোম ডিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে;</li> <li>সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;</li> <li>হোম ডিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul>
০৭	কোডিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা</li> <li>উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা</li> <li>সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের উত্তি;</li> <li>স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল;</li> <li>শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক উত্তি;</li> </ul>
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে;</li> <li>স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে;</li> <li>শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওয়াইয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;</li> </ul>

মাঝে  
২৭/০৮/২০২১  
উপজেলা/থানা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্বাক্ষর  
স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে।